মেহেরপুরের রাজনগরে মাদকবিরোধী সচেতনতা সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে মাদকবিরোধী সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে রাজনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর উদ্যোগে মোল্লাপাড়ায় এ সভার আয়োজন করা হয়।

প্রবীণ বিএনপি নেতা জমির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ. বাকী বিল্লাহ, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু।

বক্তারা বলেন, মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবনই ধ্বংস করে না, এর নেতিবাচক প্রভাব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরও পড়ে। মাদকের বিস্তার রোধে পরিবার থেকেই সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ জোরদার করতে হবে।

এ সময় মাদক নির্মূলে পরিবার, সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। একই সঙ্গে তরুণ ও যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদারের আহ্বান জানানো হয়।
সভায় রাজনগর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে

ফ্রেন্ডশিপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর স্কুল মাঠে ফ্রেন্ডশিপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আবুল হোসেনের আয়োজনে এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় পিরোজপুর জনতা ক্লাব ও রায়পুর জাগরণী ক্লাব মুখোমুখি হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলায় পিরোজপুর জনতা ক্লাব ১-০ গোলে রায়পুর জাগরণী ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল মজিদ মাস্টার।

খেলাকে ঘিরে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। ম্যাচ উপভোগ করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে ডিবির অভিযানে মাদক ও জুয়াড়ীসহ ৪ জন গ্রেপ্তার, ৩ মোবাইল উদ্ধার

মেহেরপুরে দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। অভিযানে ২০ পিস ইয়াবা, ১৫ পিস

ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও অনলাইনে জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মাদক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা শাখা সূত্রে জানা গেছে, ডিবির ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান শেখপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ছাতিয়ান গ্রামের মাফিক হোসেন (২৫)কে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে ২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মাফিক হোসেন ছাতিয়ান (শেখপাড়া) গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে শিমুল মিয়ার মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়ে শিমুল মিয়া (৩৩) ও মাইলমারী গ্রামের মিশুক-উজ-জামান (৩১)কে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে অনলাইনে জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া মেহেরপুর সদর উপজেলার কেশবপাড়া গ্রামের দিঘীরপাড়া থেকে বেড়পাড়াগামী পাকা সড়কে অভিযান চালিয়ে লিজন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ১৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ট্যাপেন্টাডলের ওজন ৬ গ্রাম এবং আনুমানিক মূল্য ৪ হাজার ৫০০ টাকা।

জেলা গোয়েন্দা শাখা জানিয়েছে, এসব ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও জুয়া প্রতিরোধ আইনে পৃথক মামলা করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ জানিয়েছে, অনলাইন ক্যাসিনো ও মাদকের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে অনলাইন ক্যাসিনো

এজেন্ট গ্রেপ্তার, জুয়ার সরঞ্জাম উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট ও মাস্টারমাইন্ড মো. মুরশিদ আলম ওরফে লিপু গাজীর বাগানবাড়ি থেকে এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আতিউর রহমান ওরফে শিশির (৩৫)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর বাবা মো. আমিনুল ইসলাম ওরফে আমাই এবং মা মোছা. ফাতেমা খাতুন।

পুলিশ জানায়, বুধবার (১২ আগস্ট) রাত ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে মুজিবনগর থানার বিশ্বনাথপুর গ্রামের লিপু গাজীর বাগানবাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় পুলিশের গাড়ির উপস্থিতি টের পেয়ে বাগানবাড়িতে অবস্থানরত অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট ও মাস্টারমাইন্ড মুরশিদ আলম ওরফে লিপু গাজীসহ তাঁর সহযোগীরা ক্যাসিনো পরিচালনায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম ফেলে গোপন পথে পালিয়ে যায়।

পরে বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অনলাইন ক্যাসিনো পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত দুটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব, একটি মোবাইল ফোন, দুটি পেনড্রাইভ, দুটি পাসপোর্ট, রূপালী ব্যাংকের একটি চেকবই, উত্তরা ব্যাংকের একটি চেকবই, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যাংকের ১১টি ভিসা কার্ড, RedotPay-এর একটি ভিসা কার্ড, CASINO MARINA COLOMBO-এর একটি ভিআইপি কার্ড, একটি মোটরসাইকেল এবং নগদ ৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হওয়া আতিউর রহমান ওরফে শিশিরকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি টুপি গোপালপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর সংশ্লিষ্ট

ধারায় মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আতিউর রহমান ওরফে শিশিরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জেলা পুলিশ জানিয়েছে, মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে মাদক মামলার রায়ে এক ব্যক্তির ১০ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে মোনতাজ আলী নামে এক ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। জরিমানা অনাদায়ে তাকে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. গোলাম কবির এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত মোনতাজ আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের পাঞ্জাব আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার সহড়াতলা বিওপির সুবেদার মোহাম্মদ ইসরাইল শেখের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সীমান্তের ১৪৫/৩-এস পিলারের ১০০ গজ দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে মোনতাজ আলীকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৭৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ওই ঘটনার পরদিন ১ জানুয়ারি গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারনির ১৪(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, জিআর কেস নং-১/২৪ এবং সেশন কেস নং-২৮৫/২৪।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় মোট ছয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামি মোনতাজ আলী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আদালত তাকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল কৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের সভাপতি হাসিবুর জামান স্বপনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, বশির আহমেদ, রাফিউল ইসলাম, তুষার ইমরান, ইব্রাহিম খলিল, হাবিবুর রহমান, ফারাহ হোসেন, গাজিউর রহমান ও রিপন হোসেন।

এ সময় শিক্ষকরা কৃতি শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষায় আরও ভালো ফলাফল অর্জন করে দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

গাংনীতে এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে দুইবার ফেল, শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর রামিদুজ্জামান টুটুল (১৭) নামে এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা করেছে।

টুটুল পাশের কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার খলিসাকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।
রামিদুজ্জামান টুটুল গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি পশ্চিমপাড়ার মিন্টু হোসেনের ছেলে।

নিহতের দাদা আনিচ উদ্দিন বলেন, “আমি প্রতিদিন মাঠে যাওয়ার আগে টুটুলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি। আজও সকাল ৬টার দিকে ডাকতে গিয়ে তাকে ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে নামিয়ে দেখা যায়, সে আর বেঁচে নেই।”

প্রতিবেশী জহুরুল ইসলাম বলেন, “টুটুল এমনিতেই খুব ভদ্র ছেলে। গ্রামের কারও সঙ্গে কখনো খারাপ আচরণ করেনি। তবে গত বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। এ বছরও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। এ নিয়ে পরিবারের লোকজন তাকে কিছুটা বকাঝকা করেছিলেন। এরপর সে অভিমান করে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা করছি।”

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই মহাসিন আলী বলেন, “আমাদের পুলিশ ক্যাম্পের কাছেই কোদাইলকাটি পশ্চিমপাড়ায় এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নেবেন।”

সীমান্তে কৃষক কেন জিম্মি হবে?

মেহেরপুরের ইছাখালী সীমান্তে এক বাংলাদেশি কৃষককে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয়দের হাতে দুই ভারতীয় কৃষক আটক এবং শেষ পর্যন্ত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তিনজনের মুক্তি—ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে সমাধান হলেও এর ভেতরে রয়েছে সীমান্তবাসীর দীর্ঘদিনের নিরাপত্তাহীনতার একটি গুরুতর চিত্র।

আব্দুল মান্নান (৭০) দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তসংলগ্ন জমিতে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। নিজের মরিচখেতে কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়ে তিনি যদি সত্যিই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়ে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—সীমান্তবর্তী একজন কৃষক তার নিজের জমিতে নির্বিঘ্নে কৃষিকাজ করার নিশ্চয়তা পাবেন না কেন?

সীমান্তে কোনো নাগরিক আটক হলে তার সমাধানের পথ হলো বিজিবিকে জানানো, প্রশাসনের সহায়তা নেওয়া এবং দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করা। গ্রামবাসীর প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতে বড় ধরনের সংঘাতের জন্ম দিতে পারে।

পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তিন নাগরিকের মুক্তি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। তবে এটিকে কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে চলবে না। সীমান্তবর্তী কৃষকদের জমি চাষ, চলাচল ও নিরাপত্তার বিষয়ে বিজিবি, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের আরও কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।

সীমান্তের মানুষ কোনো দেশের শত্রু নয়; তারা সীমান্তের বাস্তবতার মধ্যে জীবনযাপন করা সাধারণ নাগরিক। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই সীমান্তে এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে কৃষক মাঠে গেলে আতঙ্কিত না হন, আবার কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষও আইন নিজের হাতে তুলে না নেন।

সীমান্তে শান্তি শুধু কাঁটাতার দিয়ে রক্ষা করা যায় না; এর জন্য প্রয়োজন আস্থা, যোগাযোগ, দায়িত্বশীলতা এবং দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কার্যকর সমন্বয়। কৃষকের হাতে যেন লাঙলই থাকে, আর সীমান্তে যেন প্রতিশোধের বদলে আইনের শাসনই জয়ী হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]